গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের

ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পুস্তিকা

(প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রযোজ্য)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

এবং

টিম লিডার
সিসিডিবি-ডিইইপি
খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)
৮৮ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

মার্চ, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের

ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পুস্তিকা

(প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রযোজ্য)

মার্চ, ২০১৬

সূচিপত্র

০১। ভূমিকা..... ১
০২। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি..... ১
০৩। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের চিত্র ২
০৪। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে গৃহীত নীতিমালা..... ২
০৫। জমি/স্থাপনা অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসকের দপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ.. ৩
০৬। ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ..... ৩-১৪
০৭। পুনর্বাসন কার্যক্রম কিভাবে বাস্তবায়িত হবে..... ১৫-১৭
০৮। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা..... ১৭-১৯
০৯। কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারীর অভিযোগ নিরসন করা হবে..... ১৯-২০
১০। পুনর্বাসন এপার্টমেন্ট ক্রয়/বরাদ্দ..... ২১
১১। প্রাপ্যযোগ্য (EP) ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য করণীয়..... ২১-২২
১২। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে মামলা দায়ের প্রসঙ্গে ২২
১৩। ক্ষতিগ্রস্তদের সচরাচর প্রশ্নাবলী..... ২২-২৩

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প
ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন সম্পর্কীয় তথ্য ও করনীয়

১। ভূমিকা

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। দেশের সর্ববৃহৎ ও বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর। বর্তমানে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন লোক এ শহরে বাস করে। শিল্প, ব্যবসা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি প্রত্যাশাসহ প্রতিনিয়তই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ শহরে। যানবাহন এবং জনসংখ্যার তুলনায় রাস্তাঘাট অপ্রতুল এবং অধিকাংশ অপ্রশস্থ। ফলে প্রতিনিয়ত শহরে যানজট লেগেই থাকে, এতে রাস্তায় জন দুর্ভোগের সৃষ্টি এবং প্রচুর সময় ক্ষেপন হয়ে থাকে। প্রধান সড়ক সমূহের উভয় পার্শ্বে অফিস, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, আবাসিক অবকাঠামোসহ অসংখ্য স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। সড়কসমূহ প্রশস্থ করার মত পার্শ্বে কোন অব্যবহৃত স্থান নাই। ভূমি অধিগ্রহণ এবং অসংখ্য স্থাপনা ভেঙ্গে নতুন সড়ক নির্মাণ বা প্রশস্থ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এহেন অবস্থার উন্নতির জন্য বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP) এর মাধ্যমে Italian-Thai Development Public Company Limited এর সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত একটি উড়াল সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছে যা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প হিসেবে সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত এলাইমেন্টের (Right of Way) মধ্যে অবস্থিত অবকাঠামো, গাছপালা, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে Investment Promotion and Financing Facility (IPFF) গাইডলাইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে Polli Unnayon Andolon (RDM) কর্তৃক একটি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও ধারণা দেওয়ার জন্য এ পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই পুস্তিকা শুধুমাত্র ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি (ডিইইপি) প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনার কোন বিষয়ে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলে তা পুনর্বাসন পরিকল্পনার কর্ম কাঠামো (RAP) এর বিধান মোতাবেক বিবেচিত হবে।

২। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

ক. এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মূল অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯.৭৩ কিঃমিঃ
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণ এ্যালাইনমেন্ট ৩ টি ট্র্যান্স (ধাপ)-এ বিভক্ত করা হয়েছেঃ
- ট্র্যান্স-১: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বনানী রেল স্টেশন পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য ৭.৪৫ কিঃ মিঃ)

- ট্র্যান্স-২: বনানী রেল স্টেশন থেকে হাতিরঝিল/মগবাজার রেলগেট পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য ৫.৮৫ কিঃ মিঃ) এবং
- ট্র্যান্স-৩: হাতিরঝিল/মগবাজার রেলগেট থেকে কুতুবখালী (ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের নিকটবর্তী) পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য ৬.৪৩ কিঃ মিঃ)

খ. এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে পথিমধ্যে সংযোগের জন্য সোনারগাঁও হোটেলের মোড় থেকে পলাশী পর্যন্ত ৩.১ কি.মি. দৈর্ঘ্যের একটি সংযোগ সড়ক সহ সর্বমোট ৩১ টি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হবে। র‍্যাম্পসমূহের সর্বমোট দৈর্ঘ্য হবে ২৭ কিঃ মিঃ। সুতরাং র‍্যাম্পসহ প্রকল্পটি মোট ৪৬.৭৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ হবে।

৩। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের চিত্র

- প্রকল্পের মোট জমির পরিমানঃ ২০৫.৮৬ একর। এর মধ্যে সরকারী জমি ১৭৬.৮৪ একর, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করা হবে ২৯.০২ একর।
- প্রকল্পে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ হ্রাস করার জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত অধিকাংশ স্থানে (খিলক্ষেত-কুড়িল-জোয়ারসাহারা অংশ ব্যতিত) বাংলাদেশ রেলওয়ে লাইনের সরকারী জমির উপর দিয়ে যাবে। তথাপি ৩১ টি র‍্যাম্প (উঠা-নামার জন্য) এবং কমলাপুর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত সরকারী জমি না পাওয়ার কারণে মোট ২৯.০২ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে।

৪। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে গৃহীত নীতিমালা

- প্রকল্পের জন্য যেসকল ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ জমি, বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পত্তি হারাবেন, তাদেরকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের (১৯৮২ইং সালের অধ্যাদেশ ২) বিধান অনুসরণে জমি ও তাতে অবস্থিত ঘর-বাড়ি, স্থাপনা, পুকুর ও গাছপালার সিসিএল (Cash Compensation Under Law) এর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) আইএনজিও এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় (র‍্যাপ) বর্ণিত তথ্য প্রচার, সিসিএল প্রাপ্তি ও অতিরিক্তি অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

- এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত Investment Promotion and Financing Facility (IPFF) গাইড লাইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বাইরেও বর্তমান বাজারদরে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য প্রদান করবে। যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় অথবা তার চেয়ে ভাল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যে সকল ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, উথুলি, স্কোয়াটার এবং কর্মচারী (ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে) জীবিকা উপার্জন করছেন, তাদেরকেও ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা হবে।

▪ ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যবহৃত ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংরক্ষণ করা হবে এবং কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনঃস্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

▪ ঘর-বাড়ি অপসারণ ও জমি খালি করার পূর্বেই শনাক্ত সকল মালিক ও প্রাপ্য-যোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

৫। জমি/স্থাপনা অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসকের দপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

প্রকল্পের RoW-তে অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি ও তদস্থিত ঘরবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদি অধিগ্রহণ করা হবে ১৯৮২ইং সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

▪ জেলা প্রশাসক ভূমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক নোটিশ (৩ ধারা) জারী করবেন। এটি অধিগৃহীতব্য সম্পত্তির উপর বা নিকটবর্তী পাবলিক প্লেসে সুবিধাজনক স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

▪ ৩ ধারা নোটিশ জারির ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোনো আপত্তি থাকলে ৪ (১) ধারা অনুযায়ী আপত্তি জানাতে পারবেন।

▪ কোনো আপত্তি থাকলে জেলা প্রশাসক শুনানীর ব্যবস্থা করবেন। শুনানীর/প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর যখন চূড়ান্ত প্রমাণ হবে যে এই সম্পত্তিটি জনস্বার্থে প্রয়োজন হয়েছে, তখন জেলা প্রশাসক কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ৬ ধারা নোটিশ জারী করা হবে।

▪ ৬ ধারা নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তি ও তদস্থিত ঘরবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ও রোয়েদাদ প্রস্তুত করা হবে।

▪ জেলা প্রশাসকের দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত রোয়েদাদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/মালিকদেরকে স্বত্ত্বের প্রমাণ সাপেক্ষে ৭(৩) (ক) ধারার বিধানমতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নোটিশ জারি করা হবে।

▪ জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (জমির পরচা, জমির দলিল, হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের দাখিলা, মিউটেশন সার্টিফিকেট, বাটোয়ারা/ফারায়েজ ইত্যাদি) যাচাই বাছাই করে আইনের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

৬। ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

▪ পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan বা RAP)

এই প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ IPFF গাইড লাইন অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan বা RAP) তৈরী করেছে। পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

▪ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ

- ঢাকার জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্পে যারা জমি, ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ হারাবেন তাদের জমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

- পুনর্বাসন প্রদান কার্যে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিসিডিবি (ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ) কে নিয়োগ দিয়েছে।

- এছাড়া পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

▪ ক্ষতিগ্রস্তরা কি ধরনের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা পাবে?

ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন সহযোগিতা প্রকল্পের জন্য প্রণীত পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (RAP) অনুযায়ী করা হবে। পুস্তিকার এই অংশে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় (RAP) বর্ণিত ক্ষয়ক্ষতির ধরন, ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন সুবিধাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১ঃ ব্যক্তিমালিকানায় জমি (বসতভিটা ও বাণিজ্যিক জমি এবং শিল্প ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১.১ জেলা প্রশাসক সিসিএল এর মাধ্যমে যাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ।	১. আইন অনুযায়ী নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) অথবা বদলি মূল্য (আরসি), যেটা বেশী হবে।	১. যদি বদলি মূল্য (আরসি) সিসিএল (ডিসি কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্য + ধার্যকৃত মূল্যের ৫০%) এর চেয়ে বেশী হয়, তাহলে অতিরিক্ত মূল্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) র‍্যাপ বাস্তবায়নকারী এনজিও'র সহায়তায় প্রদান করবে। ২. অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তার নগদ অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তায় প্রদান করবে।	১. জমির প্রকৃত মালিককে জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদান করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সিসিএল এর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। ২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) আইএনজিও'র মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় (র‍্যাপ) বর্ণিত তথ্য প্রচার, সিসিএল প্রাপ্তি ও অতিরিক্ত অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ২ঃ জলাশয়ের ক্ষতিপূরণ (আবাদি এবং অনাবাদি পুকুর)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
২.১ জেলা প্রশাসক সিসিএল এর মাধ্যমে যাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ। ২.২ বৈধ লীজ চুক্তি অনুযায়ী অধিগ্রহণকৃত পুকরের লীজ গ্রহীতা ।	১.আইন অনুযায়ী নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) অথবা বদলি মূল্য (আরসি) এর মধ্যে যেটা বেশী। ২. চলতি বাজার মূল্য অনুযায়ী মাছের ক্ষতিপূরণ। ৩. মালিক অথবা মাছচাষকারী মাছ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।	১. যদি জলাশয়ের বদলি মূল্য (আরসি) এবং মাছের চলতি বাজার মূল্য একত্রে সিসিএল (আইন অনুযায়ী নগদ) এর চেয়ে বেশী হয়, তাহলে পার্থক্য বা সিসিএল এর অতিরিক্ত মূল্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তায় প্রদান করবে। ২. আইএনজিও লীজ চুক্তি পর্যালোচনা করবে এবং লীজ অর্থের প্রত্যর্পণ নির্ণয় করবে।	১. প্রকৃত মালিককে জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদান করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সিসিএল এর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) আইএনজিও'র মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় (র‍্যাপ) বর্নিত তথ্য প্রচার, সিসিএল প্রাপ্তি ও অতিরিক্ত অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৩ঃ নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্পকারখানা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান) অবস্থিত স্থাপনাঃ

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৩.১ জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদানের সময় যাকে মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ। ৩.১.২ জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদানের সময় যাকে বৈধ লীজ চুক্তি অনুযায়ী লীজ গ্রহীতা হিসাবে সাব্যস্ত করবেন।	১. আইন অনুযায়ী নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) অথবা বদলি মূল্য (আরসি) এর মধ্যে যেটা বেশী। ২. অবকাঠামো সরানোর অনুদান (এসটিজি) হিসাবে প্রতিটি পরিবার অবকাঠামোর পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, অবকাঠামোর পরিমাপ ১০০১ থেকে ২০০০ বর্গফুট পর্যন্ত ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং অবকাঠামোর পরিমাপ ২০০০ বর্গফুট বা তার বেশি হলে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ৩. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিকগণ উদ্ধারযোগ্য জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে যাবেন।	১. ৩ (তিন) ধারা নোটিশ জারির সময় প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামো। ২. আইএনজিও'র সহায়তায় যৌথ তদন্ত কমিটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণের প্রমানাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই করবে।	১. জেলা প্রশাসক বৈধ মালিকদের সিসিএল প্রদান করবেন। ২. যদি বদলি মূল্য সিসিএল থেকে বেশী হয় সেক্ষেত্রে বিবিএ চিহ্নিত মালিকদের সিসিএল এর অতিরিক্ত এবং অন্যান্য অনুদান প্রদান করবে। আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
	৪. স্থানচ্যুত আবাসিক পরিবারের (নিজ জমিতে বসবাসকারী) আবাসিক বাড়ী অপসারণের জন্য পুনর্বাসন এপার্টমেন্ট। ৫. স্থানাচ্যুত আবাসিক ঘরবাড়ীর ক্ষেত্রে প্রতি বসবাসরত পরিবার ৬ মাস পর্যন্ত মাসিক আবাসন ভাতা (MHA) পাবেন। এক্ষেত্রে অবকাঠামোর পরিমাণ ১০০০ বর্গফুট পর্যন্ত হলে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হিসাবে ৬ মাসের, অবকাঠামোর পরিমাণ ১০০০ থেকে ২০০০ বর্গফুট এর মধ্যে হলে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা হিসাবে ৬ মাসের এবং অবকাঠামোর পরিমাণ ২০০০ বর্গফুট এর বেশি হলে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হিসাবে ৬ মাসের ভাতা পাবে।		৩. নোটিশে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবকাঠামো অপসারণে ব্যর্থ হলে বিবিএ তা অপসারন করবে। ৪. নিজ জমিতে অবস্থিত বসতবাড়ী স্থানচ্যুত পরিবার প্রধানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য বিবিএ পুনর্বাসন শহর এবং এপার্টমেন্ট (Apartment) নির্মাণ করবে।
৩.২ পারিবারিক কবর ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন পরিবার প্রধান।	১. অবকাঠামো পুনঃস্থাপনের জন্য ক্ষতিপূরণ । ২. পুনর্বাসন সহায়তা।	১. শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল পারিবারিক কবরের জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি যাচাই বাছাই করবে এবং জায়গা ফাঁকা করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত কবরের তথ্য নথিভুক্ত করবে।	১. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এবং পুনর্বাসনে সহযোগিতা করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় এবং প্রয়োজনীয় পরিবহন ও যোগাযোগ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪ ঃ সরকারী বা অন্যের মালিকানা জমিতে অবস্থিত (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্পকারখানা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান) স্থাপনাসমূহ

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৪.১ প্রকল্প সীমানায় (RoW) সরকারী জমিতে অবস্থিত স্কোয়াটার (সামাজিক ভাবে স্বীকৃত মালিক)।	১. অবকাঠামোর বদলি মূল্য (আরসি)। ২. বহনযোগ্য মালামাল সরানোর জন্য এককালীন স্থানান্তর অনুদান হিসেবেঃ ক. কাঁচা অবকাঠামোর জন্য ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা পাবেন। খ. সেমিপাকা অবকাঠামোর জন্য ৪০০০/-(চার হাজার) টাকা পাবেন। গ. পাকা অবকাঠামোর জন্য ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পাবেন।	১. নির্দিষ্ট সময়ে (Cut-off date) শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। ২.যৌথ তদন্ত কমিটি অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই ও নথিভুক্ত করবে।	১. চিহ্নিত মালিকগণকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো সরানো ও পূণনির্মাণ অনুদান প্রদান করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।
৪.২ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ভাড়াটিয়া/উপ-ভাড়াটিয়া (অন্য একজন ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে যে ব্যক্তি ভাড়া নেয়)।	১. আসবাবপত্র সরানো বাবদ স্থানান্তর অনুদান হিসেবেঃ ক. কাঁচা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতি পরিবার ১০০০/-(এক হাজার) টাকা পাবেন। খ. সেমিপাকা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতি পরিবার ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা পাবেন। গ. পাকা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতি পরিবার ৩০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পাবেন।	১. নির্দিষ্ট সময়ে শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি ভাড়াটিয়াদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই ও নথিভুক্ত করবে।	১. চিহ্নিত মালিকগণকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আসবাবপত্র সরানোর অনুদান প্রদান করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৪.৩ বাক্তি মালিকানাধীন ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেটের পজেশন হোল্ডার/ফ্লোর স্পেসের মালিক ।	১. স্থাপনার পজেশনের মূল্যের বদলিমূল্য যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মালিকানায় আছে। অথবা অন্য কোন মার্কেটে বদলি দোকান/ ফ্লোর স্পেস।	১. নির্দিষ্ট সময়ে শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি মালিকানার প্রমাণ পত্র তার পজেশন থেকে সরে যাবার আগে যাচাই বাছাই ও নথিভুক্ত করবে। ৩. BRKKT শপিং কমপ্লেক্সের বরাদ্দ প্রাপ্তরা BRKKT কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্থাপনা ও অন্য কোনো স্থাপনাতে পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন।	১. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ স্পেসের মালিক ও বরাদ্ধ প্রাপ্তদেরকে অগ্রীম হিসেবে জমাকৃত টাকা ও পজেশনের মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৫ ঃ সরকারী জমিতে অবস্থিত সরকারী (আবাসিক এবং বাণিজ্যিক) স্থাপনাসমূহ

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৫.১ প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সরকারী সংস্থা, সমবায় সমিতি এবং সমষ্টিগত গোষ্ঠী ।	১. অবকাঠামো পুন:নির্মাণের জন্য PWD এর চলতি মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ । ২. প্রকল্প কর্তৃক স্থাপনা ভাঙ্গা ও সরানোর ব্যবস্থা করা হবে।	১. নির্দিষ্ট সময়ে (Cut-off date) শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামোর জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই ও নথিভুক্ত করবে।	১. চিহ্নিত মালিকগণকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো পুন:নির্মাণ মূল্য এবং অন্যান্য অনুদান প্রদান করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।
৫.২ অবকাঠামোর বর্তমান ব্যবহারকারী (বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি,ভাড়াটিয়া/উপ-ভাড়াটিয়া (অন্য একজন ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে যে ব্যক্তি ভাড়া নেয়)।	১. আবাসিক পরিবার তাদের আসবাবপত্র সরানো বাবদ স্থানান্তর অনুদান পাবে: ক. কাঁচা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতি ভাড়াটিয়া ১০০০/-(এক হাজার) টাকা পাবেন। খ. সেমিপাকা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতি ভাড়াটিয়া ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা পাবেন। গ. পাকা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রতি ভাড়াটিয়া ৩০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পাবেন।	১. নির্দিষ্ট সময়ে (Cut-off date) শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামো জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি ভাড়াটিয়াদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই ও নথিভুক্ত করবে।	১. সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বদলী মূল্য এবং অন্যান্য অনুদান প্রদান করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।
	২. বাণিজ্যিক সত্ত্বা বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্থানান্তর মুল্য হিসেবে প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) মাঝারী ব্যবসায়ী ১০,০০০/- (দশ হাজার) এবং বড় ব্যবসায়ী ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা করে পাবে।	১. নির্দিষ্ট সময়ে শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল সরকারী অবকাঠামো জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি অবকাঠামোর বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি, ভাড়াটিয়া/উপ-ভাড়াটিয়ার (অন্য একজন ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে যে ব্যক্তি ভাড়া নেয়) ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই ও নথিভুক্ত করবে।	১. সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বদলি মূল্য এবং অন্যান্য অনুদান প্রদান করবে। ২. আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
	৩. স্থানান্তরিত আবাসিক বরাদ্দ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিকল্প আবাসনের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ ২৪ মাসের মাসিক ভাতা/বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা।	১. নির্দিষ্ট সময়ে শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত, প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত সকল অবকাঠামো জন্য প্রযোজ্য। ২. যৌথ তদন্ত কমিটি আইএনজিও'র সহায়তায় অবকাঠামোর বরাদ্দ প্রাপ্যতা এবং দখল এর নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্যযোগ্যতা যাচাই বাছাই ও করবে।	১. বরাদ্দকৃত বসবাসকারীগণ অন্যত্র চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো সমূহ অপসারণ করবে।
৫.৩ মার্কেট কমপ্লেক্সের লীজ গ্রহীতাগণ।	১. ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো স্থানান্তর মূল্য হিসাবে সিএফআর (অবকাঠামো পুন:নির্মাণ মূল্য) এর ৩০% এর সমপরিমাণ অর্থ পাবে।	১. ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী বা কো-অপারেটিভ মার্কেটের লীজ গ্রহীতাগণ যাদেরকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের নথি অনুযায়ী চিহ্নিত করা হবে।	১. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বৈধ / স্বীকৃত লীজ সত্ত্বে মালিকদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ২. লীজ সত্ত্বে মালিক/ মালিকগণ তথ্যের মাধ্যমে মালিকানা প্রমাণ করবে এবং আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৬ ঃ কাঠগাছ, ফলগাছ, বাঁশঝাড়, কলাগাছ এবং চারাগাছের বাগান

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৬.১ জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদানের সময় যাকে মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ। ৬.১.২ সরকারী অথবা অন্য কোনো জমিতে রোপণকৃত গাছপালার সামাজিক ভাবে স্বীকৃত মালিক, যারা শুমারী জরিপে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের চিহ্নিত এবং যৌথ জরিপ কমিটির মাধ্যমে যাচাইকৃত।	১. সিসিএল এর মাধ্যমে নগদ অর্থ অথবা চলতি বাজার মূল্য যা ক্ষতিগ্রস্ত গাছের ধরণ, বয়স ও উৎপাদন মূল্যের উপর নির্ভরশীল। ২. বিবিএ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিক তার গাছ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারবে।	১. পিভিএসি এর সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চলতি বাজার মূল্য নির্ধারিত হবে।	১. জেলা প্রশাসক বৈধ মালিকদের সিসিএল প্রদান করবেন। ২. বিবিএ সামাজিক ভাবে সনাক্তকৃত মালিকদের চলতি বাজার মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। আইএনজিও মূল্য পরিশোধে সহায়তা করবে।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৬.২ জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদানের সময় যাকে নার্সারীর মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করবেন অথবা যারা শুমারী জরিপে মালিক হিসেবে চিহ্নিত এবং যৌথ জরিপ কমিটির মাধ্যমে যাচাইকৃত।	১. জেল প্রশাসক প্রদত্ত ক্ষতিগ্রস্ত নার্সারীর সিসিএল । ২. নার্সারী স্থানান্তর অনুদান হিসাবে প্রতি ছোট নার্সারীর মালিক ১৫,০০০/=(পনের হাজার) টাকা, প্রতি মাঝারী নার্সারীর মালিক ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং প্রতি বড় নার্সারীর মালিক ৩৫,০০০/=(পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা পাবেন।	১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক চিহ্নিত মালিকগণ সিসিএল পাবে। ২. জেলা প্রশাসক যাদের মালিকানা নির্ধারণ করে নাই এবং অথবা শুমারি জরিপে (বিবিএ) অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেক্ষেত্রে তাদেরকে বিবিএ স্থানান্তর অনুদান (Transfer allowance) প্রদান করবে। ৩. নার্সারীতে চারা গাছের সংখ্যা ২,০০০ থেকে ৫০,০০০ পর্যন্ত ছোট নার্সারী, চারা গাছের সংখ্যা ৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ পর্যন্ত মাঝারী নার্সারী এবং ১,০০,০০০ এর বেশী চারা গাছ হলে বড় নার্সারী হিসাবে বিবেচিত হবে।	১. প্রকৃত মালিককে জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদান করবেন। ২. বিবিএ সকল স্বীকৃত মালিকদের অন্যান্য অনুদান প্রদান করবে। আইএনজিও এক্ষেত্রে বিবিএ কে সহযোগিতা করবে ।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৭ ঃ আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আয়ের ক্ষতি (মালিক কর্তৃক পরিচালিত)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৭.১ অধিগ্রহণকৃত নিজস্ব / বৈধ লীজ চুক্তির মাধ্যমে লীজ জমিতে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ।	১. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার জন্য সিসিএল। ২. যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র নাই, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্থানান্তর অনুদান হিসাবে এককালীন প্রতি মাসের জন্য ৫০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা হারে ৩ মাসের আয়ের ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ, মাঝারী ব্যবসায়ী প্রতি মাসে ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকা হারে ৩ মাসের আয়ের ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ এবং বড় ব্যবসায়ী প্রতি মাসের জন্য ১৫,০০০/=(পনের হাজার) টাকা হারে ৩ মাসের আয়ের ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে পাবে। ৩. যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র আছে, সেক্ষেত্রে আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র অনুযায়ী ব্যবসা স্থানান্তর অনুদান নির্ধারিত হবে । এক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এককালীন ৩ মাসের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকা, মাঝারী ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ ৫০,০০০/=(দশ হাজার) টাকা এবং বড় ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/=(পঁচাত্তর হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে পাবে।	১. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সিসিএল প্রাপ্তির পর ব্যবসার জন্য প্রাপ্যযোগ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ২. প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার অনুদান প্রদানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে চিহ্নিত হবে যাদের বিনিয়োগ ৫০,০০০/=(পঞ্চাশ হাজার) টাকার মধ্যে, মাঝারী ব্যবসায়ী হিসাবে চিহ্নিত হবে যাদের বিনিয়োগ ৫০,০০১/- থেকে ২,৫০,০০০/=(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং বড় ব্যবসায়ী চিহ্নিত হবে যাদের বিনিয়োগ ২,৫০,০০০/= টাকা এর বেশী।	১. অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবস্থানরত ব্যবসার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে জেলা প্রশাসক সিসিএল প্রদান করবেন। ২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারে ব্যবসার স্থানান্তর অনুদান প্রদান করবে (কিন্তু জেলা প্রশাসক ব্যবসার ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে প্রাপ্ত স্থানান্তর অনুদান হতে ইহা বাদ যাবে এবং অবশিষ্টাংশ বিবিএ প্রদান করবে), এ ক্ষেত্রে আই এনজিও সার্বিক সহায়তা করবে।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৭.২ প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার মালিক। যারা নির্দিষ্ট সময়ে শুমারি জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত (এপ্রিল-জুলাই,২০১৫)।	১. এককালীন স্থানান্তর অনুদান হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা/আয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ অনুদান প্রদান করা হবে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৫০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা, মাঝারী ব্যবসায়ী ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকা এবং বড় ব্যবসায়ী ১৫,০০০/=(পনের হাজার) টাকা হিসাবে অনুদান পাবে।	১. শুমারী জরিপে চিহ্নিত সামাজিকভাবে স্বীকৃত ব্যবসার মালিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ২. ব্যবসা পরিচালনাকারীকে ব্যবসার আয়কর সনদ (সার্টিফিকেট) এবং বৈধ ট্রেড লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।	১. সনাক্তকৃত সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে বিবিএ প্রাপ্যতা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় আইএনজিও সহায়তা করবে।
৭.৩ প্রকল্প সীমানায় (RoW) অবস্থিত অবকাঠামো থেকে ভাড়া উপার্জনকারী (আবাসিক, বাণিজ্যিক)।	১. অবকাঠামো ভাড়া প্রদানকারী প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত মালিক অনুদান হিসেবে - (ক) কাঁচা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে মাসিক ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা হারে ৩ মাসের জন্য, (খ) সেমিপাকা অবকাঠামো (অথবা পাকা অবকাঠামো পরিমান ৫০০ বর্গফুটের কম) সেক্ষেত্রে মাসিক ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হারে ৩ মাসের জন্য এবং পাকা অবকাঠামো/এপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে মাসিক ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা হারে ৩ মাসের জন্য প্রাপ্য হবেন।	১. শুমারী জরিপের মাধ্যমে ভাড়া প্রদানকৃত অবকাঠামোর মালিক হিসেবে চিহ্নিত।	১. সনাক্তকৃত সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে বিবিএ প্রাপ্যতা হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ২. এক্ষেত্রে আইএনজিও ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৮ ঃ আয়ের সাময়িক ক্ষতি (বাণিজ্যিক, ক্ষুদ্রব্যবসা, শিল্প এবং সামাজিক/সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মজীবী)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৮.১ ব্যবসা/ শিল্প / প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত কর্মজীবী এবং বসতবাড়ীর অস্থায়ী গৃহ পরিচারিকা।	১. সাময়িকভাবে আয়ের ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক অদক্ষ কর্মজীবীকে প্রতি দিন ৪০০/=(চার শত) টাকা হারে ৪৫ দিনের জন্য এবং দক্ষ কর্মজীবীকে প্রতি দিন ৬০০/=(ছয়শত) টাকা হারে ৪৫ দিনের জন্য টাকা প্রদান করা হবে।	১. শুমারী জরিপের মাধ্যমে কর্মজীবী এবং অস্থায়ী গৃহ পরিচারিকা হিসেবে যারা চিহ্নিত হবে। এক্ষেত্রে অস্থায়ী গৃহ পরিচারিকা অদক্ষ কর্মজীবী হিসাবে বিবেচিত হবে।	১.আইএনজিও'র সহায়তা নিয়ে বিবিএ ক্ষতিগ্রস্ত কর্মজীবী এবং গৃহ পরিচারিকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৯ ঃ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় (ভালনারেবল) পরিবার (মহিলা, হত দরিদ্র, বিকলাঙ্গ/প্রতিবন্ধী ও অতিবয়স্ক পরিবার প্রধান)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যতাসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৯.১ অসহায় পরিবার প্রধান (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত স্কোয়াটার, অনুপ্রবেশকারী)।	১. ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় (ভালনারেবল)পরিবার হিসাবে চিহ্নিত পরিবার ৩ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৫০০০/= টাকা হিসাবে এককালীন অনুদান পাবে।	১. হত দরিদ্র (জাতীয় দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবার), মহিলা পরিবার প্রধান, অতিবয়স্ক পরিবার প্রধান (৭০ বছরের বেশী বয়স) এবং বিকলঙ্গ/প্রতিবন্ধী পরিবার প্রধান যারা শুমারী জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত।	১. আইএনজিও'র সহায়তা নিয়ে বিবিএ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় (**Vulnerable**) পরিবার চিহ্নিত এবং অসহায় পরিবার ভাতা প্রদান করবে।

৭। পুনর্বাসন কার্যক্রম কিভাবে বাস্তবায়িত হবে?

ক) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সনাক্তকরণ:

■ প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি

প্রকল্পের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে যারা ব্যবসা, কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিক এবং অধিগ্রহণের কারণে তাদের যে সকল সম্পদ (জমি, ঘরবাড়ি, গাছপালা/ফল/মাছ) হারাচ্ছেন তারা প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।

■ পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি

যে সকল ব্যক্তি প্রকল্প সীমানার মধ্যে আইনতঃ কোন জমি/ভূমির বৈধ মালিক নন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস বা জীবিকা উপার্জন করছেন এবং যারা আইনতঃ জমি/ভূমির বিপরীতে কোন ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবেন না তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করবে।

■ ইপি ও তার পরিচয়পত্র

পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি Entitled Person বা ইপি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য ইপিকে তার জাতীয় পরিচয়পত্র/ নাগরিক সনদপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমির দলিল, লীজ চুক্তি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র (যা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হিসেবে প্রমাণ করবে) দাখিল করতে হবে।
পুনর্বাসন সহায়তার জন্য যোগ্য পরিবার বা ব্যক্তির পক্ষে আইনানুগ বা সমাজ স্বীকৃত অনুমোদিত ব্যক্তিকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় শনাক্ত করে ছবি সহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোন সহায়তার জন্য এই পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক।

■ ইপি ফাইল

উক্ত পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমুদয় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব খতিয়ানভূক্ত করা হবে। এই খতিয়ানকে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির খতিয়ান (Entitled Person's File) বা ইপি ফাইল বলা হবে।

■ ইসি

উক্ত খতিয়ানস্থিত সকল ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্য নির্ধারণ করে একটি প্রাপ্য নথি Entitlement Card বা ইসি প্রণয়ন করা হবে।

■ ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্তকরণ পদ্ধতিঃ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি (ডিইইপি) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্ত করার জন্যে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছে:

(১) আর্থ-সামাজিক/শুমারি জরিপ ও যৌথ জরিপের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

(২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যৌথ তদন্তের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে এবং তাদের ঘরবাড়ি, গাছপালা, পুকুর, ব্যবসা ও জমির বর্তমান ব্যবহার শনাক্ত করা হয়েছে।

(৩) জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় যাদেরকে শনাক্ত করেছেন অথবা মালিকানা সংশ্লিষ্ট মামলা থাকলে আদালত যাদেরকে অধিগ্রহণের আওতাধীন জমির মালিক সাব্যস্ত করবেন তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন সম্মত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (পুরুষ ও মহিলা) হিসেবে শনাক্ত করবে।

(৪) জেলা প্রশাসক যাদের ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচনা করবেন না, কিন্তু শুমারি জরিপে যারা তালিকা ভূক্ত হয়েছেন, তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সমাজ স্বীকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করবে।

(৫) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদে উল্লেখিত ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ থেকে আইন সম্মত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও তাদের আইন সম্মত মালিক শনাক্ত করবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য এবং শুমারী জরিপের তথ্যসহ কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইপি ফাইল ও ইসি তৈরী করা হবে। সকল প্রাপ্য নির্ধারণে ভূমি অধিগ্রহণ দাগসূচি, হালনাগাদ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন অনুদান পরিশোধের তথ্য, সর্বশেষ জরিপের তথ্য, জমি ও সম্পদের অনুমোদিত বদলি মূল্যের হার এবং সম্পদ বহির্ভূত ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্য হার বিবেচনা করা হবে।

(৭) উপরোক্ত সকল কাজে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তা গ্রহণ করবে।

খ) প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (ইপি) কে পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া:

(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে পুনর্বাসন সহায়তার নগদ অর্থ গ্রহণের জন্য প্রত্যেক ইপি'কে তফসীলি ব্যাংকের যে কোনো শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। হিসাব খোলার প্রক্রিয়ায় আইএনজিও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(২) আইএনজিও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের হালনাগাদ সত্যায়িত তথ্য সংগ্রহ করবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইনসম্মত ইপি এবং সংশ্লিষ্ট জমি বা স্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ও অন্যান্য সমাজ স্বীকৃত ইপি'র ক্ষেত্রে শুমারী জরিপের তথ্যের সমন্বয়ে প্রত্যেকের জন্য ইপি ফাইল ও ইসি তৈরী করবে।

(৩) প্রস্তুতকৃত ইপি ফাইল ও ইসি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন ইউনিটের মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের দ্বারা পরীক্ষা করে প্রাক্কলিত অনুদান ইপিদেরকে আইএনজিও'র সহায়তায় পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

(৪) ইপি ফাইল ও ইসি জেলা প্রশাসক অফিস কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সাথে সাথে হালনাগাদ করা হবে এবং তদনুযায়ী প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে। পুনর্বাসন প্রাপ্য পরিশোধের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইপি'র ইসি ও পেমেন্ট স্টেটমেন্ট (প্রাপ্যের বিপরীতে পরিশোধিত সহায়তার হিসাব) হালনাগাদ করা হবে।

(৫) নির্ধারিত স্থান ও সময়ে পরিচয়পত্র প্রদর্শনের ভিত্তিতে অনুদানের চেক সংশ্লিষ্ট ইপিদেরকে হস্তান্তর করা হবে। আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ইপিদের চেক হস্তান্তর করবে।

(৬) অনুদানের চেক পাওয়ার পর ইপি'গণ তা তাদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসেবে জমা দেবেন।

৮। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

ক) পুনর্বাসন ইউনিট (আরইউ)

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি (ডিইইপি) প্রকল্পের অফিসে পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়নের জন্য পুনর্বাসন ইউনিট (আরইউ) স্থাপন করা হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে পুনর্বাসন ইউনিট কার্যকর করা হবে। প্রয়োজনবোধে মাঠ পর্যায়ে এ কাজের শাখা অফিস খোলা হবে। এই ইউনিট প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি (ডিইইপি) প্রকল্পের ঠিকানা:

প্রকল্প পরিচালক
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ,
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।
ফোন নং- ৫৫০৪০৪০১

খ) বাস্তবায়নকারী এনজিও (আইএনজিও)

▪ প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আইএনজিও হিসেবে খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রকল্পের জন্য প্রণীত পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে অবহিত করবে এবং তাদেরকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ডিসি অফিস) থেকে ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

▪ এছাড়া আইএনজিও অনুমোদিত বিধিমালা অনুসরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদেরকে শনাক্ত এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও প্রাপ্য নির্ধারণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে

সহায়তা করবে। আইএনজিও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। আইএনজিও (সিসিডিবি) ইপি'দের ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসন অনুদান পরিশোধ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে।

▪ আইএনজিও (সিসিডিবি) মাঠপর্যায়ে ফিল্ড অফিস স্থাপন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাদের পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনে আইএনজিও'র (সিসিডিবি) ফিল্ড অফিসে যোগাযোগ করতে পারবেন।

▪ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি (ডিইইপি) প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিসিডিবি'র প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড/এরিয়া অফিসের ঠিকানা নিম্নরূপঃ

প্রধান কার্যালয়	ফিল্ড/এরিয়া অফিস (ট্র্যাক্স-১)	ফিল্ড/এরিয়া অফিস (ট্র্যাক্স-২ ও ৩)
টিম লিডার সিসিডিবি-ডিইইপি, ৮৮, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর- ১০,ঢাকা। ফোন নং- ৯০২০১৭০-৩	(এয়ারপোর্ট থেকে বনানী রেলওয়ে ষ্টেশন এলাকার জন্য) এরিয়া ম্যানেজার সিসিডিবি-ডিইইপি, কুড়িল, বিশ্বরোড, ঢাকা। ফোন নং-০১৯২৭৮৫৪১৮৯	(বনানী রেল ষ্টেশন থেকে মগবাজার এবং মগবাজার থেকে কুতুবখালী এলাকার জন্য) এরিয়া ম্যানেজার সিসিডিবি-ডিইইপি, মুগদা, ঢাকা। ফোন নং-০১৯১২২৯৩৬৯১

গ) সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (পিভিএসি)ঃ

অধিগ্রহণের আওতাধীন জমি ও সম্পদের চলতি বাজার দর অনুযায়ী বদলি মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (Property Valuation Advisory Committee - PVAC) গঠন করা হবে। এটির গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১। নির্বাহী প্রকৌশলী, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প - আহবায়ক

২। উপ-পরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ), সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প - সদস্য

৩। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর/মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য

৪। ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা - সদস্য

৫। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা - সদস্য

৬। সহকারী প্রকৌশলী, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প - সদস্য

ঘ) অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)

প্রকল্পে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অভিযোগ উত্থাপন করলে ইহা নিরসনের জন্য অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grivance Redress Committee-GRC) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসন ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলী জিআরসি'র আহবায়কের দায়িত্ব পালন করবে। অভিযোগ নিরসন কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছেঃ

১। নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প - আহবায়ক

২। সিনিয়র পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প - সদস্য

৩। সহকারী প্রকৌশলী, সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প - সদস্য

৪। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর (প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একজন/সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি) - সদস্য

৫। সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার, পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান - সদস্য সচিব

৬। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্য থেকে প্রতি ট্র্যাঙ্গের জন্য ২ জন (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) প্রতিনিধি - সদস্য

৯। কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারীর অভিযোগ নিরসন করা হবে?

প্রকল্পের অধীনে ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ, প্রাপ্য নির্ধারণ ও যথাযথ পুনর্বাসন সুবিধাদি প্রাপ্তিতে কোন ব্যক্তির অভিযোগ বা দ্বিমত থাকলে তা শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠিত হয়েছে।

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিচয়পত্র প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে অথবা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার একমাসের মধ্যে আইএনজিও-এর ফিল্ড/এরিয়া অফিসের মাধ্যমে অভিযোগ নিরসন কমিটির আহবায়ক বরাবর লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করবে।
- আইএনজিও-এর এরিয়া অফিস অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে কমিটির আহবায়কের সাথে আলোচনা করে শুনানির সময় নির্ধারণ করবে। অভিযোগের শুনানি দুই সপ্তাহের মধ্যে হবে। অভিযোগকারী নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তার অভিযোগ উত্থাপন করবে এবং জিআরসি তার প্রেক্ষিতে গৃহীত রায় অভিযোগকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে। লিখিত অভিযোগের দুই সপ্তাহের মধ্যে জিআরসি তা নিষ্পত্তি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ সমাধান না হলে জিআরসি কর্তৃক এটি প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হবে।

- প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগসমূহ নির্বাহী পরিচালক, বিবিএ এর নিকট প্রেরণ করা হবে। এ পর্যায়ে কোন অনিষ্পত্তিযোগ্য আপত্তি যদি থাকে তবে তা সচিব, সেতু বিভাগ এর নিকট প্রেরণ করা হবে।
- অভিযোগের শুনানির দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে অভিযোগকারীকে আইএনজিও যথাসময়ে অবহিত করবে।
- কমিটির সদস্য সচিব প্রতিটি সালিসের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করবে এবং তা প্রকল্প পরিচালক, ডিইইপি এর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত জিআরসি'র সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তা বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (পুনর্বাসন ইউনিট) ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে অন্তর্ভূক্ত হবে।

মৌজা-ভিত্তিক অভিযোগ/যোগাযোগের ঠিকানা (ফিল্ড অফিস)ঃ

- ট্র্যাঙ্গ-১ এলাকাঃ (জোয়ার সাহারা মৌজা)

এরিয়া ম্যানেজার
সিসিডিবি-ডিইইপি
কুড়িল, বিশ্বরোড, ঢাকা।
ফোন নং-০১৯২৭৮৫৪১৮৯

- ট্র্যাঙ্গ-২ এলাকাঃ (বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, কাওরানবাজার, বাগনোয়াদ্দা ও বড় মগবাজার মৌজা)

এরিয়া ম্যানেজার
সিসিডিবি-ডিইইপি
মুগদা, ঢাকা
ফোন নং-০১৯১২২৯৩৬৯১

- ট্র্যাঙ্গ-৩ এলাকাঃ (সিদ্ধেশ্বরী, রাজারবাগ, পশ্চিম রাজারবাগ, দক্ষিণ শহর খিলগাঁও, ব্রাহ্মণচিরন, ওয়ারী, দয়াগঞ্জ, যাত্রাবাড়ী ও দনিয়া মৌজা)

এরিয়া ম্যানেজার
সিসিডিবি-ডিইইপি
মুগদা, ঢাকা।
ফোন নং-০১৯১২২৯৩৬৯১

অভিযোগ নিরসন কমিটির আহবায়কের ঠিকানা

নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি (ডিইইপি) প্রকল্প,
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

১০। পুনর্বাসন এপার্টমেন্ট ক্রয়/বরাদ্দ

স্থানচ্যুত পরিবারদের অধিকতর পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) ইতিমধ্যে উত্তরা মডেল টাউনে (৩য় ফেজ) ভূমি অধিগ্রহণ করেছে, সেখানে কমবেশী ১২০০ (এক হাজার দুইশত) ফ্ল্যাট নির্মিত হবে। প্রকল্প সীমানায় প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসন এপার্টমেন্ট নীতিমালা অনুসারে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ পূর্বক পুনর্বাসন এপার্টমেন্ট বরাদ্দ/ক্রয় করার সুযোগ পাবেন।

১১। প্রাপ্যযোগ্য (EP) ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য করণীয়

(ক) পুনর্বাসন সহায়তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির পক্ষে আইনানুগত বা সমাজ স্বীকৃত অনুমোদিত ব্যক্তিকে বিবিএ যথাযথ প্রক্রিয়ায় শনাক্ত করে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করবে। নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও আইএনজিও'র এরিয়া ম্যানেজারের স্বাক্ষর সম্বলিত পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সংগ্রহ করতে হবে। পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোন সহায়তার জন্য এই পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পরিচয়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (Entitled Person) বা ইপি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(খ) জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্র/ দলিলাদি সংগ্রহ করতে হবে ঃ

- জমির পর্চা
- জমির দলিল ও বায়া দলিল
- মিউটেশন সার্টিফিকেট
- বাটোয়ারা/ফারায়েজ
- হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের দাখিলা।

(গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ডিসি অফিস) অথবা বিবিএ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। উক্ত অর্থ নগদায়নের জন্য যে কোন তফসিল ভুক্ত ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে।

(ঘ) প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ জেলা প্রশাসক অফিস থেকে দেওয়া সিসিএল সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কোন প্রকার পুনর্বাসন ক্ষতিপূরণ বা অনুদান বা সুবিধা প্রদান করবে না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সেতু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার সময় নিম্নে উল্লেখিত কাগজপত্র/ দলিলাদি নিশ্চিত করবে:

- জাতীয় পরিচয়পত্র/নাগরিকত্ব সনদ/জন্ম নিবন্ধন সনদ/পার্সপোর্টের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- CCL এর মূল কপি/ DC অফিসের চেকের কপি।
- ডিসি অফিসে যে সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে তার সম্পূর্ণ সেট।

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়ন।
- ৩০০ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) পর্যন্ত কার্টিজ পেপারে অঙ্গীকারনামা হলে চলবে)।
- ব্যাংক এ্যাকাউন্টের প্রমাণ স্বরূপ ব্যাংকে টাকা জমার রশিদ।
- ভাড়াটিয়াদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর মালিকের প্রত্যয়নপত্র।
- কর্মচারীর ক্ষেত্রে ব্যবসা মালিকের প্রত্যয়নপত্র।
- সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গীন ফটো ১ কপি।

(ঙ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ও অতিরিক্ত অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিকল্প জায়গায় জমি ক্রয়ের চেষ্টা অথবা কোন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করার প্রচেষ্টা করতে পারে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও আইএনজিও (সিসিডিবি) নিকট এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা চাওয়া যেতে পারে।

(চ) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও আইএনজিও'র ফিল্ড অফিসে অফিসকালীন সময়ে যোগাযোগ করা যাবে।

১২। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে মামলা দায়ের প্রসঙ্গে

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রনয়ণকল্পে প্রণীত আইন (২০১১ সনের ১১ নং আইন) এর ৫ ধারার বিশেষ বিধানের অধীনে (১১) উপধারায় বলা আছে, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা গৃহীত কোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোনো আদালত কোনো মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো আদালত কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

১৩। ক্ষতিগ্রস্তদের সচরাচর প্রশ্নাবলী

ক) জমির মালিকানায় অংশিদারিত্ব নিয়ে আদালতে মামলা থাকলে ক্ষতিপূরণের/অনুদানের টাকা পাওয়া যাবে কি না?

উত্তরঃ জমির মালিকানায় অংশিদারিত্ব নিয়ে আদালতে মামলা থাকলে অনুদানের টাকা মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। তবে ক্ষতিগ্রস্ত জমি/স্থাপনার মালিকানায় অংশিদারিত্ব নিয়ে পারস্পরিক সমঝোতা বা আপোষ এর মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করা হলে ক্ষতিপূরণের/অনুদানের অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

খ) ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা বাধ্যতামূলক কি না?

উত্তরঃ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জমি/স্থাপনার ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অনুদানের টাকা তার ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। এ কারনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খোলা বাধ্যতামূলক।

গ) যে সকল অবকাঠামো ভাঙ্গা পড়বে তার উদ্ধারকৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট মালিক পাবেন কি না?

উত্তরঃ যে সকল অবকাঠামো ভাঙ্গা পড়বে তার উদ্ধারকৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট মালিক বিবিএ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপসারনের সুযোগ পাবে।

ঘ) ব্যবসায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ পাননি; এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ ক্ষতিপূরণের অর্থ পাবেন কি না?

উত্তরঃ ব্যবসার মালিক ব্যবসার ক্ষতিপূরণের অর্থ না পেলেও তার শ্রমিক মজুরীর ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত কিনা তা যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর প্রত্যয়ন আবশ্যক।

ঙ) আমি একজন ব্যবসায়ী, নিয়মিত আয়কর প্রদান করি; ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে কি কি কাগজপত্র দাখিল করতে হবে?

উত্তরঃ আয়কর প্রদানকারী ব্যবসায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়ার জন্য ব্যবসার আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ আয়কর রিটার্ন দাখিলের কপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সরবরাহ করবেন।

চ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ (সিসিএল) পাওয়া যায়নি, প্রকল্প থেকে অনুদান পাওয়া যাবে কি না?

উত্তরঃ জমি/অবকাঠামোর মালিকের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ (সিসিএল) না পাওয়া গেলে প্রকল্প থেকে অনুদান পাওয়া যাবে না।

ছ) প্রকল্পের এলাইনমেন্টের মধ্যে আমার কোন জমি নাই, কিন্তু এলাইনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমি চাকরীরত ছিলাম; আমি কি কোনো ক্ষতিপূরণ পাবো?

উত্তরঃ এলাইনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে যৌথ জরিপ তালিকাতে নাম অন্তর্ভূক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে ব্যবসার মালিকের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে কর্মচারী হিসাবে নীতিমালার আলোকে ক্ষতিপূরণ পাবে।